মানেকা গান্ধির সমর্থন সত্ত্বেও ‘মি-টু’ আন্দোলন নিয়ে উপহাস বিজেপি সাংসদের

নয়াদিল্লি, ৯ অক্টোবর : ‘মি-টু’ আন্দোলন নিয়ে বলিউডের অভিনেত্রীরা যেভাবে সাড়া ফেলেছেন, তাতে প্রায় প্রতিদিনই কোনও না কোনও মহল থেকে সমর্থন আসছে। এমনকি বলিউডের বহু অভিনেতাও সমর্থন করেছেন তাঁদের। সমর্থন করেছেন স্বয়ং কেন্দ্রীয় শিশু ও নারীকল্যাণ দফতরের মন্ত্রী মানেকা গান্ধি। কিন্তু বিজেপি সাংসদ উদিত রাজ মেনে নিতে পারলেন না এই আন্দোলনকে। আন্দোলন নিয়ে কার্যত কুৎসা ছড়িয়ে উদিত বলেছেন, মেয়েদের স্বভাব হল একজনের নামে অভিযোগ এনে তার কাছ থেকে ২-৪ লক্ষ টাকা হাতিয়ে নিয়ে ফের অন্যের নামে অভিযোগ তোলা। টাকা রোজগারের জন্যই তারা এই কাজ করে বলে অভিযোগ করেছেন ওই সাংসদ।

তাঁর অভিযোগ, ‘মি-টু’ আন্দোলনের মূল উদ্দেশ্যেরই অপব্যবহার করছেন বলিউডের অভিনেত্রীরা। ভিন্ন ভিন্ন মানুষের ভিন্ন ভিন্ন প্রকৃতি হয়। কোনও কোনও পুরুষের সম্পর্কে বলিউডের অভিনেত্রী তনুশ্রী দত্ত এবং আরও কয়েকজন অভিনেত্রী যেসব অভিযোগ করেছেন তা মানুষের নিজস্ব প্রকৃতি। কিন্তু মহিলারা বুক ঠুকে বলুন তো, তাঁরা কি সত্যি-সত্যিই সাচ্চা? তাঁরাও কি কোনও কোনও পুরুষের এ ধরনের অপব্যবহার করেন না? কার্যত মেয়েদের এই ধরনের মানসিকতার জন্যই ধ্বংস হয়ে যায় কোনও একজন পুরুষের জীবন।

এখানেই থামেননি উদিত রাজ। এক দশক পর অভিনেতা নানা পাটেকারের বিরুদ্ধে অভিনেত্রী তনুশ্রী দত্ত যে অভিযোগ করেছেন তিনি তাকেও আক্রমণ করেছেন। এরপরই ‘মি-টু’ আন্দোলনকে আক্রমণ করে উদিত রাজ বলেছেন, ‘মি-টু’ আন্দোলনের ফলে সমাজে একটা ভুল কার্যক্রম শুরু হল। এদিকে ‘মি-টু’র পক্ষে সরব হয়েছেন বিজেপি সরকারেরই মন্ত্রী মানেকা গান্ধি। মানেকা বলেছেন, এই আন্দোলন শুরু হওয়ায় তিনি খুশি। তবে তিনি সতর্ক করে দিয়েছেন আন্দোলনকারীদের। আন্দোলন যেন হাতের বাইরে না চলে যায় সেদিকেও আন্দোলনকারীদের লক্ষ্য রাখার পরামর্শ দিয়েছেন মানেকা। মানেকা আরও বলেছেন, যৌন হেনস্থার কারণে মেয়েরা যে এভাবে ক্ষোভ প্রকাশ করছেন, তাতে তিনি খুশি। যেসব পুরুষরা কোনও না কোনওভাবে মেয়েদের লাঞ্ছনা করার চেষ্টা করছেন, তাদেরও এবার সতর্ক হওয়ার সময় এসেছে বলে দাবি করেছেন মানেকা। অথচ দলীয় সাংসদ ‘মি-টু’ আন্দোলন নিয়ে যেভাবে কটাক্ষ করেছেন তাতে অবশ্যই অস্বস্তিতে পড়েছে বিজেপি। হিন্দিতে এই আন্দোলনকে কটাক্ষ করেছেন উদিত রাজ। উদিত দাবি করেছেন, বলিউডে সবসময়ই কিছু না কিছু ঘটছে। এমনকি সাংবাদিকদেরও দেখা যায় তাতে জড়িয়ে পড়তে। বহু মহিলাই সেখানে এখন এই নিয়ে নিত্যনতুন অভিযোগ করছেন। তাদের মধ্যে ক্ষোভ দেখা দিচ্ছে। এমনকি বেশকিছু পুরুষকে দেখা যাচ্ছে, অভিযোগ আসার পর নিজেদের আচরণের জন্য প্রকাশ্যেই ক্ষমা চেয়ে নিচ্ছেন।

যেমন বলিউডের অভিনেতা রজত কাপুর। তিন মহিলার সঙ্গে অশালীন আচরণের অভিযোগ উঠেছে তাঁর বিরুদ্ধে। এই নিয়ে দু’টি ট্যুইটের প্রথমটিতে রজত লিখেছেন, তিনি বরাবর সুভদ্র মানুষ হওয়ার চেষ্টা করেছেন। ঠিকমতো কাজ করার চেষ্টাও করেছেন। যদি কোনওভাবে তাঁর পা ফসকে থাকে বা তাঁর কথা ও কাজের জন্য কেউ মানসিকভাবে আহত হন, তাহলে তিনি ক্ষমাপ্রার্থী। আরও একটি ট্যুইট করে লিখেছেন, আর একজন মানুষকে আহত করার জন্য আমি হৃদয়ের অন্তঃস্থল থেকে ক্ষমাপ্রার্থী। আমার জীবনে স্ত্রীর থেকেও যদি গুরুত্বপূর্ণ কিছু থাকে তা হল নিজে ভালমানুষ হয়ে ওঠা। এখন থেকে আরও বেশি করে সেই চেষ্টা করব। এদিকে কঙ্গনার পাশে এসে দাঁড়িয়েছেন হৃতিক রোশনও। দু’জনে একসময় গভীর সম্পর্কে জড়িয়ে পড়লেও পরে আদালতে যান। হৃতিকের বিরুদ্ধে খোদ কঙ্গনারই অভিযোগের তালিকা দীর্ঘ। ‘কুইন’ ছবির পরিচালক বিকাশ বহেলের বিরুদ্ধে যৌন নিগ্রহের যে অভিযোগ তিনি করেছেন, তাতে সমর্থন পেয়েছেন অনুরাগ কাশ্যপেরও।

সুপ্রিম কোর্টের রায়ের পরিপ্রেক্ষিতে ফের বিচারের আবেদন

নয়াদিল্লি, ৯ অক্টোবর : শবরীমালা মন্দিরে মহিলাদের প্রবেশের অনুমতি দিয়ে সুপ্রিম কোর্ট যে রায় দিয়েছে তা পুনর্বিবেচনার জন্য আবেদনের বিধি মেনে শুনানি শুরু হবে জানাল সুপ্রিম কোর্ট। প্রধান বিচারপতি রঞ্জন গগৈ, বিচারপতি এস কে কল এবং বিচারপতি কে এম জোসেফের তিন সদস্যের বেঞ্চ মঙ্গলবার জানিয়েছে, পুনর্বিবেচনার আবেদন নির্ধারিত সময়ে শুনানি শুরু হবে। ন্যাশনাল আয়াপ্পা ডিভোটিজ অ্যাসোসিয়েশনের সভাপতি শৈলজা বিজয়ন সুপ্রিম কোর্টের রায় পুনর্বিবেচনার যে আবেদন করেছেন তা নিয়ে শুনানি শুরু হওয়ার কথায় খুশি শৈলজা। প্রসঙ্গত, সুপ্রিম কোর্টের পাঁচ সদস্যের সাংবিধানিক বেঞ্চ মন্দিরে মহিলাদের ঢোকার ওপর নিষেধাজ্ঞাকে সম্পূর্ণ অযৌক্তিক মন্তব্য করে সেই নিষেধাজ্ঞা তুলে নেওয়ার নির্দেশ দেয়। এই রায় পুনর্বিবেচনার জন্য সুপ্রিম কোর্টে যে আবেদন করা হয়েছে সেখানে দাবি করা হয়েছে, আগের আবেদনটি যারা করেছিলেন তারা কেউই আয়াপ্পার অনুগামী নন। প্রসঙ্গত, ভগবান আয়াপ্পার অনুগামীরা এ নিয়ে বিক্ষোভও দেখান। আয়াপ্পার নামজপ যাত্রার নামকরণ করে তিরুবনন্তপুরমে রাজভবন থেকে শবরীমালা মন্দির পর্যন্ত এই বিক্ষোভ মিছিলের আয়োজন হয়। গত ২৮ সেপ্টেম্বর সুপ্রিম কোর্টের সদ্য প্রাক্তন হয়ে যাওয়া প্রধান বিচারপতি দীপক মিশ্রের নেতৃত্বে ৫ বিচারপতির সাংবিধানিক বেঞ্চ শবরীমালা মন্দিরে মেয়েদের প্রবেশের অনুমতি দিয়ে ঐতিহাসিক রায় দেন।

কংগ্রেসের কাছে আরও আসন ভিক্ষা চাইতে পারব না : মায়াবতী

লখনউ, ৯ অক্টোবর : রাজস্থান, মধ্যপ্রদেশ ও ছত্তিশগড় বিধানসভার আসন্ন নির্বাচনে কংগ্রেসের সঙ্গে গাঁটছড়া বাঁধবে না বহুজন সমাজ পার্টি, এই খবরে রীতিমতো আলোড়ন তৈরি হয়েছিল। কারণ এর আগে দিল্লিতে সব বিরোধী দলের নেতাদের নিয়ে জোট তৈরির যে উদ্যোগ সোনিয়া ও কংগ্রেসের তরফে নেওয়া হয় তাতে মায়াবতীর সঙ্গে ঘনিষ্ঠতা লক্ষ্য করা গিয়েছিল কংগ্রেস নেত্রীর। কিন্তু এরপরেই গুঞ্জন শুরু হয় বিজেপির সঙ্গে মায়াবতীর ঘনিষ্ঠতা নিয়ে। কংগ্রেসের সঙ্গে তখন থেকেই জোট গঠন না করার কথাও শোনা যায়। মঙ্গলবার মায়াবতী ফের জানিয়ে দিয়েছেন, জোট গড়তে হলে তাঁকে বেশি আসন দেওয়া হবে না, কিন্তু আরও আসন কংগ্রেসের কাছে ভিক্ষা করতে পারবেন না তিনি। উত্তর প্রদেশে সমাজবাদী পার্টির নেতা অখিলেশ যাদবের ধারণা, মায়াবতী এভাবে কংগ্রেসকে সতর্ক করতে চেয়েছেন। অন্যদিকে কংগ্রেস মায়াবতীর অভিযোগের জবাবে জানিয়েছে, বিজেপির সঙ্গে আসন বণ্টন নিয়ে আলোচনা শুরু হওয়াতেই মায়াবতী এখন কংগ্রেসের বিরুদ্ধে অভিযোগ করছেন। এমনকি কংগ্রেসের একাংশ একথাও বলছেন যে, মায়াবতীর ভাইয়ের বিরুদ্ধে সিবিআইকে দিয়ে তদন্ত করানোর কথা বলেছে কেন্দ্রের বিজেপি সরকার। সিবিআই জুজুর ভয়েই মায়াবতী কংগ্রেসের সঙ্গে গাঁটছড়া বাঁধা থেকে সরে গিয়েছেন।

KIC

CIN:L01409WB1986PLC041169
রেজিঃ অফিস: ‘‘স্যার আরএমএন হাউস’’ ৩বি,
লালবাজার স্ট্রিট, পঞ্চম তল, রুম নং-২,
কলকাতা-৭০০০০১
টেলিফোন নং : ০৩৩-২২১০ ৩৩০১
ফ্যাক্স : ০৩৩-৪৪০১-৯৬৩৬
E mail Id : info@kicmetaliks.com;
Website: www.kicmetaliks.com

বিজ্ঞপ্তি

এতদ্বারা কোম্পানির শেয়ারহোল্ডারদের জ্ঞাত করা হচ্ছে যে, সেবি রেগুলেশনের ৪২ ধারা অনুযায়ী লিস্টিং অবলিগেশন এ ডিসক্লোজার রিকোয়ারমেন্টস রেগুলেশনস, ২০১৫ এবং অন্যান্য ক্ষেত্র সমূহে প্রযোজ্য কোম্পানি আইন ২০১৩ অনুযায়ী কোম্পানি সিদ্ধান্তে এসেছে আগামী ৫ নভেম্বর সোমবার ২০১৮ তারিখ রেকর্ড ডেট সাব-ডিভিশন ইক্যুইটি শেয়ার প্রতিটি ১০ টাকা হিসাবে যা নির্দিষ্ট ছিল সেক্ষেত্রে কেস ভ্যালু প্রতিটি শেয়ারপিছু ২ টাকা এবং অনিশ্চিত দায়ের ক্ষেত্রে কোম্পানির শেয়ারহোল্ডারদের গ্রহণীয় সাব ডিভিডেন্ড ইক্যুইটি শেয়ার ফেস ভ্যালু ২ টাকা বর্ধিত করেছে প্রকৃত ইক্যুইটি শেয়ার প্রতিটি ১০, টাকা ক্ষেত্রে।

পর্যায়ক্রমে প্রতিটি ইক্যুইটি শেয়ার যার মূল্যমান ১০ টাকা, স্বাভাবিকভাবেই তা বাতিল বলে গণ্য হবে এবং সোমবার ৫ নভেম্বর, ২০১৮ তারিখ থেকে তা নিবন্ধকৃত থাকবে।

কোম্পানি এক্ষেত্রে পদক্ষেপ করেছে নির্দিষ্টকল্পে অটো কর্পোরেট অকশন জমাকারী আই.ই ন্যাশনাল স্টক এক্সচেঞ্জ লিমিটেড এবং সেন্ট্রাল ডিপোজিটরি সার্ভিসেস (ইন্ডিয়া) লিমিটেড উক্ত দিবসের পূর্বে সফলভাবে ব্যবসায়িক কার্যাদি সম্পন্ন করার ঐতিহ্য বহন করবে।

কেআইসি মেটালিক্স লিঃ-এর পক্ষে
স্বাঃ/-
রুচিকা ফোগলা
কোম্পানি সেক্রেটারি

স্থান : কলকাতা
তারিখ: ৩০.০৫.২০১৬

[redacted]

AKC

একে সি স্টিল ইন্ডাস্ট্রিস্ লিমিটেড
রেজি অফিস : ‘ল্যান্সডাউন টাওয়ার’ পঞ্চম তল,
২/১এ শরৎ বোস রোড, কলকাতা-৭০০০২০
Website :Website:www.akcsteel.com, Email:contact@akcsteel.com
Phone: 033-3051-4444 Fax: 033-2283-3322
CIN: L27109WB1957PLC023360

বিজ্ঞপ্তি

ইনভেস্টর এডুকেশন অ্যান্ড প্রোটেকশন ফান্ড (আইইপিএফ) সাসপেন্স অ্যাকাউন্টে কোম্পানির ইক্যুইটি শেয়ার হস্তান্তর

এতদ্বারা কোম্পানির শেয়ারহোল্ডারদের বাণিজ্য মন্ত্রক কর্তৃক ৭ সেপ্টেম্বর, ২০১৬ তারিখে বিজ্ঞাপিত হওয়া ইনভেস্টর এডুকেশন অ্যান্ড প্রোটেকশন ফান্ড অথরিটি (অ্যাকাউন্টিং, অডিট, ট্রান্সফার অ্যান্ড রিফান্ড) রুলস ২০১৬ (দি রুলস) এর সঙ্গে পঠনীয় কোম্পানিজ অ্যাক্ট, ২০১৩-এর ১২৪(৬) ধারার শর্ত অনুযায়ী বিজ্ঞাপিত করা হচ্ছে। সংশ্লিষ্ট শেয়ারহোল্ডারদের উক্ত বিজ্ঞপ্তি এজিএম নোটিস সহ ইতিমধ্যেই ০৫.০৯.২০১৮ তারিখে পাঠানো হয়েছে।

বিজ্ঞপ্তি পাঠানোর সময় থেকে ৩০ দিনের মধ্যে অপ্রদত্ত/দাবিহীন লভ্যাংশ দাবি করার জন্য এই বিজ্ঞপ্তি।

উপরিউক্ত রুলস, যার মধ্যে সমস্ত শেয়ার হস্তান্তর করার শর্ত রয়েছে, সেই অনুযায়ী ২০০৯-১০ সাল থেকে বিগত ৭ বছর ধরে পর পর সমস্ত লভ্যাংশ অনাদায়ীকৃত রয়েছে তাদেরে শয়ার ইনভেস্টর এডুকেশন অ্যান্ড প্রোটেকশন ইনভেস্টর এডুকেশন অ্যান্ড প্রোটেকশন ফান্ড (আইইপিএফ)-সাসপেন্স অ্যাকাউন্টে হস্তান্তর করা হবে।

যে সমস্ত শেয়ারহোল্ডার তাদের লভ্যাংশ ২০০৯-১০ সাল থেকে দাবি করেন নি তারা আমাদের রেজিস্টার এবং শেয়ার হস্তান্তর এজেন্টের (আরটিএ) মেসার্স মাহেশ্বরী জাটামেটিক্স প্রাইভেট লিমিটেড, ২৩, আর এন মুখার্জি রোড, ষষ্ঠ তল, কলকাতা-৭০০০০১ টেলিফোন : ০৩৩-২২৪৩৫০২৯/২২৪৮ ২২৪৮, ফ্যাক্স : ০৩৩ ২২৮৪৪৭৮৭, ই-মেল :contact@akcsteel. com-এ অথবা কোম্পানির রেজিস্টার্ড অফিসের ঠিকানায় লিখে জানাতে পারেন।

সর্বশেষ অক্টোবর ২৬, ২০১৮ তারিখের মধ্যে সংশ্লিষ্ট শেয়ারহোল্ডারদের কাছ থেকে বৈধ দাবি সহ কোনও তথ্য না পায় তবে কোম্পানি রুলসের শর্ত অনুযায়ী, বিলম্বিত তারিখ ২০ নভেম্বর, ২০১৮ তারিখে আইইপিএফ সাসপেক্ট অ্যাকাউন্ট শেয়ার হস্তান্তর করবে সেক্ষেত্রে রুলসে বর্ণিতমতো প্রক্রিয়া অনুযায়ী কোম্পানির তরফে কোনও দায় থাকবে না।

যে সমস্ত শেয়ারহোল্ডারদের শেয়ার আইইপিএফ সাসপেন্স অ্যাকাউন্টে হস্তান্তরের জন্য দায়বদ্ধতা রয়েছে উক্ত রুলসের অধীনে উপযুক্ত ব্যবস্থা নেওয়ার জন্য কোম্পানির তরফে ব্যক্তিগতভাবে তাদের তথ্য পাঠানো হয়েছে।

কোম্পানি ওইরূপ শেয়ারহোল্ডারদের বিস্তারিত তথ্য আপলোড করেছে এবং তাদের শেয়ার যা আইইপিএফ রয়েছে তা www.akcsteel.com-এ আপলোড করা হয়েছে। শেয়ারহোল্ডারদের অনুরোধ জানানো হচ্ছে কোম্পানির ওয়েবসাইটে তাদের অপ্রদেয়/দাবিহীন লভ্যাংশ বিষয়ে বিস্তারিত অনুসন্ধানের জন্য এবং আইইপিএফ সাসপেন্স অ্যাকাউন্টে যে সমস্ত শেয়ার হস্তান্তরের জন্য দায়বদ্ধ রয়েছে।

শেয়ারহোল্ডারগণ অনুগ্রহ করে লক্ষ করবেন দাবিহীন লভ্যাংশ আইইপিএফ অথরিটির কাছে শেয়ার হস্তান্তর/উক্ত শেয়ারের সমস্ত লাভ বৈধ সময় পর্যন্ত দাবিহীন রয়েছে সে সমস্ত নির্ধারিত প্রক্রিয়ার মাধ্যমে রুলস অনুযায়ী দাবি করা প্রক্রিয়ার মাধ্যমে রুলস অনুযায়ী দাবি করা যেতে পারে আইইপিএফ অথরিটির কাছ থেকে।

সংশ্লিষ্ট শেয়ারহোল্ডারগণ যারা ফিজিক্যাল ফর্মে শেয়ার রেখেছেন এবং যাদের শেয়ার আইইপিএফ সাসপেন্স অ্যাকাউন্ট হস্তান্তরের জন্য দায়বদ্ধ তারা লক্ষ করবেন যে কোম্পানি ডুপ্লিকেট শেয়ার সার্টিফিকেট ইস্যু করবে এবং তাদের কাছে আইএপিএফ অ্যাকাউন্ট হস্তান্তরের জন্য তাদের নামে নিবন্ধীকৃত আসল শেয়ার স্বাভাবিকভাবে বাতিল হয়ে যাবে।

শেয়ারহোল্ডারগণ পুনরায় লক্ষ করবেন যে, কোম্পানির ওয়েবসাইট বিস্তারিত আপলোড করা তথ্যাদি ডুপ্লিকেট শেয়ার ইস্যু করার ক্ষেত্রে তথ্য অনুসারে যথেষ্ট বিবেচিত হবে। রুলস অনুযায়ী আইইপিএফ অ্যাকাউন্টে শেয়ার হস্তান্তর করার ক্ষেত্রে।

যদি কোনও শেয়ারহোল্ডারের উপরিল্লিখিত বিষয়ে কোনও জিজ্ঞাস্য থাকে তবে তারা কোম্পানি অথবা কোম্পানির শেয়ার ট্রান্সফার এজেন্টের সঙ্গে দ্রুত ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য যোগাযোগ করতে পারেন।

একেসি স্টিল ইন্ডাস্ট্রিজ লিমিটেডের পক্ষে
স্বাঃ/- মোহিত শর্মা
কোম্পানি সেক্রেটারি

স্থান: কলকাতা
তারিখ: ২৯.০৯.২০১৮

গরিব মানুষের পকেট থেকে ৪৫ হাজার কোটি টাকা নিয়ে অনিল আম্বানিকে দিয়েছেন মোদীজি : রাহুল

নয়াদিল্লি/মুম্বই, ৯ অক্টোবর : প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীকে ফের তীব্র আক্রমণ করে কংগ্রেস সভাপতি রাহুল গান্ধি মঙ্গলবার বলেছেন, এই সরকারের গরিব ও কৃষকবিরোধী নীতি সাধারণ মানুষের দুঃখকষ্টের কারণ হয়ে উঠেছে। রাজস্থান বিধানসভার আসন্ন নির্বাচনে ২ দিনের প্রচারে রাহুল এখন ওই রাজ্যে রয়েছেন। সেখানে এক নির্বাচনী সভায় কংগ্রেস সভাপতি বলেছেন, মোদীজি গরিব কৃষক ও সাধারণ মানুষের পকেট কেটে ৪৫ হাজার কোটি টাকা লুঠ করে তা তুলে দিয়েছেন অনিল আম্বানির হাতে। এ নিয়ে সংসদে প্রধানমন্ত্রীর কাছে তিনি জানতেও চেয়েছিলেন, কীভাবে আম্বানির সঙ্গে তাঁর চুক্তি হল। কিন্তু প্রধানমন্ত্রী এই প্রশ্নের কোনও উত্তর দিতে পারেননি। এর আগেও বহুবার রাহুল যে অভিযোগ করেছেন, এদিনও সেই অভিযোগ করে তিনি বলেন, তিনি সংসদে প্রধানমন্ত্রীর চোখের দিকে তাকিয়ে বিষয়টি জানতে চান। কিন্তু প্রধানমন্ত্রী তাঁর চোখে চোখ রেখে উত্তর দিতে পারেননি। তিনি উদাসীনভাবে অন্যদিকে তাকিয়েছিলেন। তিনি কখনওই দেশের যুবকদের চোখে চোখ রেখে কথা বলতে পারেন না। কারণ সততার অনুপস্থিতি বলেও দাবি করেছেন রাহুল।

রাজস্থানে রাহুল দলের হয়ে প্রচারে এসেছেন। সেখানে প্রচার করতে গিয়ে তিনি এনডিএ সরকারকে তীব্র ভাষায় আক্রমণ করেছেন ফ্রান্সের কাছ থেকে ৩৬ রাফাল ফাইটার জেট কেনার চুক্তি নিয়েও। কংগ্রেস সভাপতির মতে, এই চুক্তি গত এক দশকে দেশের বৃহত্তম কেলেঙ্কারি হিসেবে চিহ্নিত হবে। রাফাল চুক্তি নিয়ে যৌথ সংসদীয় কমিটির নেতৃত্বে তদন্তের দাবিও করেছেন এদিন কংগ্রেস সভাপতি। এই চুক্তিতে রাফাল ফাইটার জেটের আসল দাম ঠিক কত ধরা হয়েছে তা খোলাখুলি জানতেই এই তদন্তের প্রয়োজন বলেও মন্তব্য করেছেন রাহুল।

কংগ্রেস সভাপতি এদিন গুজরাতের বিভিন্ন রাজ্যে, বিশেষ করে বিহার থেকে আসা শ্রমিকদের আক্রমণের জন্য দায়ী করেছেন বিজেপিকে। রাহুলের মতে, গুজরাতে কর্মসংস্থান না হওয়ায় হতাশ বেকার যুবকেরাই সম্ভবত এই কাণ্ড ঘটিয়েছে। বিভিন্ন রাজ্যের শ্রমিকদের যেভাবে অত্যাচার করা হচ্ছে এবং তাদের রাজ্য থেকে চলে যাওয়ার কথা বলা হচ্ছে তাতে মোদী সরকারের বিরুদ্ধে যুবকদের হতাশাই ধরা পড়েছে। বিভিন্ন রাজ্য থেকে আসা শ্রমিকরা যে রাজ্যের আর্থিক উন্নয়নের ক্ষেত্রে অন্তরায় হয়ে উঠতে পারেন, তাই তাদের সংখ্যা কমানো উচিত বলেও মন্তব্য করেছেন কংগ্রেস সভাপতি। তাঁর মতে, গুজরাত জুড়ে দরিদ্র আর্থিক নীতি, বিমুদ্রাকরণ এবং জিএসটি তেমনভাবে চালু না হওয়ার কারণে একের পর এক কলকারখানা ও শিল্পবান্ধব ক্ষেত্রগুলি বন্ধ হয়ে যাচ্ছে। এর ফলেই ওই রাজ্যে অসংখ্য বেকারের সৃষ্টি হচ্ছে। বাড়ছে হতাশা ও ক্ষোভ। সরকার কর্মসংস্থান তৈরি করতে না পারায় তার পরিণতি এভাবে লক্ষ করা যাচ্ছে। তিনি রাজ্য সরকারকে রাজ্যে শান্তি ফিরিয়ে আনতে ও প্রত্যেক ভারতীয়র নিরাপত্তা নিশ্চিত করতেও আর্জি জানিয়েছেন।

প্রসঙ্গত, কংগ্রেস সভাপতি রাহুল গান্ধি নির্বাচনী প্রচারে রাজস্থানে এসেছেন। সেখানে বুধবার তাঁর রোড শো ও বিভিন্ন জনসভায় ভাষণ দেওয়ার কথা। এছাড়া বসুন্ধরা রাজের একেবারে নিজের কেন্দ্র হিসাবে পরিচিত ঢোলপুরেও নির্বাচনী প্রচারে যাবেন রাজীব। রাজ্য কংগ্রেস প্রধান শচীন পাইলটের দাবি, দিনের শেষে রাহুল ভরতপুর এবং দৌসা জেলাতেও যাবেন। বিকানের শহরে বুধবার সংকল্প যাত্রাতেও ভাষণ দেবেন তিনি।

যোগগুরু রামদেবের নিজেকে অরাজনৈতিক ব্যক্তিত্ব বলে দাবি

হরিদ্বার, ৯ অক্টোবর : পতঞ্জলির প্রতিষ্ঠাতা যোগগুরু রামদেব নিজেকে অরাজনৈতিক ব্যক্তিত্ব দাবি করে বলেছেন, দেশগঠনই তাঁর একমাত্র লক্ষ্য। অথচ এই সেদিন পর্যন্ত মোদী ঘনিষ্ঠ রামদেব প্রায় প্রতিটি বিষয়েই সরকারের কাজকে সমর্থন করতেন। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী ও বিজেপির সঙ্গে তাঁর সম্পর্কে ভাঙন ধরেছে কি না, সেই ভাবনাও শুরু হয়েছে। তবে যোগগুরুর ঘনিষ্ঠ মহল থেকে যে ইঙ্গিত পাওয়া গেছে, তা হল ২০১৯-এর নির্বাচনে যদি কেন্দ্রে ক্ষমতার পরিবর্তন হয় এবং বেশ কয়েকটি রাজ্যে বিজেপি সরকারের পতন ঘটে, তাহলে যাতে বিপাকে পড়তে না হয়, সেজন্য এখন থেকেই সাবধানে পা ফেলার ভাবনাচিন্তা শুরু করে দিয়েছেন রামদেব। কারণ তাঁর ৫০০০ কোটি টাকার ব্যবসার সাম্রাজ্যকে রক্ষা করতে হলে ক্ষমতাসীন রাজনৈতিক দলের ঘনিষ্ঠ থাকতে হবে বলে মনে করে এই মহল।

পতঞ্জলি আয়ুর্বেদ একদা ব্যাপকভবে বিস্তৃত হয়। সেই পতঞ্জলি আয়ুর্বেদ এবার কৃষি এবং খাদ্য প্রক্রিয়াকরণ ক্ষেত্রে নজর ঘোরাতে চাইছে। ভবিষ্যতে এই দুই ক্ষেত্র থেকে নানাবিধ প্রোডাক্ট বাজারে আনতে চাইছে পতঞ্জলি গ্রুপ। সেই কারণে তারা একেবারে মাঠে নেমে কৃষকদের সঙ্গে কাজ করছে। তাদের অর্গ্যানিক চাষে উৎসাহ দেওয়া হচ্ছে। রামদেব নিজেই জানিয়েছেন, কৃষি এখন তাদের কাছে অনেক বেশি গুরুত্বপূর্ণ। একইরকম গুরুত্বপূর্ণ সৌরশক্তি থেকে জ্বালানি উৎপাদন। বাবা রামদেব নিজেই স্বীকার করেছেন, কৃষিক্ষেত্রে প্রচুর সুযোগ রয়েছে এবং পতঞ্জলি এই ক্ষেত্রেই ভবিষ্যতে কাজ করতে চায়। কারণ অর্গ্যানিক চাষ তাদের মূল লক্ষ্য। এর উপর নির্ভর করে তারা বিভিন্ন পণ্য উৎপাদন করে বাজারে আনতে চায়। এছাড়া খাদ্য প্রক্রিয়াকরণের দিকেও বিশেষ নজর দিচ্ছে তারা।

পতঞ্জলি আয়ুর্বেদ এবার গরুর দুধ বিক্রির ব্যবসাতেও নেমেছে। গরুর দুধ এবং দুধের ওপর নির্ভরশীল বিভিন্ন ডেয়ারি প্রোডাক্টও বিক্রির পরিকল্পনা করেছে। পতঞ্জলির ডেয়ারি প্রোডাক্ট পরিধান ব্র্যান্ডের তকমা নিয়ে বাজারে চলছে। রামদেবের সঙ্গে মোদী সরকারের ঘনিষ্ঠতা এড়াতে তিনি এদিন বলেছেন, দেশের দর্শন নিয়ে আমি কাজ করতে চাই। আমার রাজনৈতিক ভূমিকা একেবারেই সীমাবদ্ধ। দেশ গঠনে নিজেকে নিয়োজিত করার দাবি করে রামদেব বলেছেন, জাতির চরিত্র গঠনের সঙ্গে সঙ্গে কৃষি ও স্বাস্থ্যক্ষেত্রে যথাযথ উন্নতিও তাঁর লক্ষ্য। এই প্রসঙ্গে তিনি নিজেকে অরাজনৈতিক ব্যক্তিত্বের তকমা দিয়ে বলেছেন, মাদার ইন্ডিয়ার সেবায় নিয়োজিত তিনি। রামদেব যতই এখন নিজেকে অরাজনৈতিক ব্যক্তিত্ব বলুন, রাজনৈতিক মহলের একাংশের দাবি, আসলে বিজেপির জনপ্রিয়তা যত দ্রুত ক্ষয় হচ্ছে রামদেবও তত দ্রুতই নরেন্দ্র মোদীর কাছ থেকে সরে আসছেন। তিনি কংগ্রেসের সঙ্গেও গোপনে যোগাযোগ গড়ে তুলছেন বলে জানা গেছে।

F.No. 7-320/LS/07-08/7030 Port Blair dated 09th October' 2018

PRESS NOTICE

In terms of the provisions contained under Section 135C of the Representation of the People Act 1951, The Deputy Commissioner, South Andaman District hereby orders the following days to be observed as "DRY DAYS" at Ferrargunj Tehsil in connection with the ensuing Bye-Election for Gram Panchayat Guptapara.

Sl. No.	Dry Day to be observed	Remarks
1.	21/10/2018	Date of Poll
2.	22/10/2018	Date of Counting

No liquor shops, hotels, restaurants, clubs and establishments selling/serving liquor in Ferrargunj Tehsil shall be permitted to sell/serve liquor to anyone whosoever on the aforesaid day.

This order is applicable to IMFL vending licenses i.e ANIIDCO, CSD Canteen, all Defence Canteen, Police Mess and all private bar licensees functioning at Ferrargunj Tehsil.

Deputy Commissioner
South Andaman District

3369/18

R.C. No.353/GIS/2018/DC (SA) **NOTICE** **Port Blair, date Oct., 2018**

Whereas Shri Rohit Bedi has applied for correction of map of land bearing Sy.No.67 & 68 area0.0200 & 0.9800Hects.situated at Manjeri village under FerrargunjTehsi stating the boundary of the said land does not tally with the Revenue map issued to them.

And whereas, as per RoR land bearing survey No. 67 & 68 area0.0200 & 0.9800 Hects. classified as Hilly and Hilly situated at village Manjeri under Ferrargunj Tehsil stands recorded in the joint names of Shri Rohit Bedi & 03 Others.

And whereas, the Deputy Commissioner (SA) has directed to call all the stakeholders for hearing.

And whereas, the case is fixed for hearing on **5/11/2018at 3.00 PM.**

Now therefore, you are required to appear before the court of the Deputy Commissioner (SA) along with all relevant documents in support of your claims, if any, either in person or through a recognized agent well conversant in the matter on the aforementioned date and time without fail.

Further, any interested person having any claim/objection in the subject matter, may appear in person with supporting documents if any before the court on the above mentioned date and time.

No furtherclaim/objection shall be entertained after the said date in whatsoever manner.

3360/18 **Reader to Deputy Commissioner (SA)**

নয়ডা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রী ভারতে ১ দিনের ব্রিটিশ হাইকমিশনার

নয়ডা, ৯ অক্টোবর : নয়ডা বিশ্ববিদ্যালয়ের রাষ্ট্রবিজ্ঞানের ছাত্রী এযা বেহেল। সেই এযাকেই দেওয়া হল এক বিরল সম্মান। ব্রিটিশ হাইকমিশন গার্ল চাইল্ড ইন্টারন্যাশনাল ডে উপলক্ষে একটি প্রতিযোগিতার আয়োজন করে। ১৮-২৩ বছর বয়সি তরুণীরা এই প্রতিযোগিতায় অংশ নেয় বলে হাইকমিশনের তরফে জানানো হয়। প্রতিযোগিতার বিষয় ছিল স্বল্পদৈর্ঘ্যের ভিডিওচিত্র জমা দিতে হয় ছাত্রীদের। ভিডিও চিত্রটির বিষয় ‘লিঙ্গ সমতা বলতে তুমি কি বোঝ?’ সারা দেশ থেকে ৫৮ জন ছাত্রী এই প্রতিযোগিতায় যোগ দেয়। প্রতিযোগিতার অংশ হিসাবে তাদের ভিডিও জমা দেয় তারা।

এযা এই প্রতিযোগিতায় শীর্ষ স্থান অধিকার করে। পরে সাংবাদিক বৈঠকে এযা বলেছে, ‘‘আমার এই প্রতিযোগিতায় যোগ দেওয়ার বিষয়টি খুব সাধারণ ছিল। এ নিয়ে আমি বিশেষ মাতামাতিও করিনি। ফেসবুকে লিঙ্গসমতা বলতে আমি কি বুঝি তা নিয়ে একটি ভিডিও আপলোড করেছিলাম মাত্র। সেইসঙ্গে ভারতে ও ব্রিটেনে কীভাবে লিঙ্গসমতার বিষয়টিকে চ্যালেঞ্জ হিসাবে নেওয়া হচ্ছে তা জুড়ে দেন। কয়েক সপ্তাহ পরেই তারা একটি মেল পাঠায়। হাইকমিশন থেকে পাঠানো ওই মেলে জানানো হয়, এযা জয়ী হয়েছে। এই অভিজ্ঞতা যে তার কাছে দারুণ, সেকথাও বলতে ভোলেননি এযা। পাবলিক পলিসি এবং আইন নিয়ে উচ্চতর শিক্ষা পেতে চান এযা। সেই পুরস্কারস্বরূপ ব্রিটিশ হাইকমিশনার হিসেবে কাটানোর সুযোগ করে দেয়। সেই সুযোগ পেয়ে আপ্লুত এযা বলেছেন, ‘‘একদিনের জন্য ব্রিটিশ হাইকমিশনার হিসেবে কাটিয়ে ভারত ও ব্রিটেনের সম্পর্ক নিয়ে আমি অনেক কিছু জেনেছি। আমার সামনে লিঙ্গসমতা নিয়ে জানার অনেক সুযোগ এসেছে। এই বিষয়টি এখন আমার কাছে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।’ ভারতে ব্রিটিশ হাইকমিশনার ডোমিনিক

আসকুইথ এযার সাফল্য কামনা করে বলেছেন, তাঁর ভিডিওটি অসাধারণ। এজন্য তিনি এযাকে অভিনন্দনও জানিয়েছেন।

মিরাটের বেআইনি অস্ত্র কারখানা ভেঙে দিল পুলিশ

মিরাট/নয়াদিল্লি, ৯ অক্টোবর : দিল্লি পুলিশের স্পেশাল সেল ভেঙে দিল মিরাটের বেআইনি অস্ত্র কারখানা। ওই কারখানা থেকে তারা উদ্ধার করেছে প্রচুর পরিমাণে অস্ত্র। গ্রেফতার করা হয়েছে ৫ জনকে। দিল্লি পুলিশের স্পেশাল সেল সোমবার রাতে ওই বেআইনি অস্ত্র কারখানাটিতে অভিযান করে ৫ জনকে গ্রেফতার করে। তাদের মধ্যে ৩ জন বিহারের মুঙ্গেরের। আটক করা হয়েছে ৮৪টি পিস্তল। দিল্লি পুলিশের অভিযানের পরই একটি মামলা নথিভুক্ত হয়েছে মিরাটের লিজারি গেট থানায়। গ্রেফতার করা হয়েছে অস্ত্র কারখানাটি যে বাড়িতে চলছে তার মালিককে। পুলিশের দাবি, মালিক অস্ত্র কারখানা সম্পর্কে পুরোপুরি ওয়াকিবহাল ছিলেন। কিন্তু কোনও ব্যবস্থাই নেওয়া হয়নি। সেই কারণে রমরমা হয়েছে কারখানাটির।